নারী কর্মক্ষেত্রে

লেখক: অনুভব রহমান | প্রকাশিত: 15 August 2026, 02:29 AM | বিভাগ: এইচআরএম



স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ নারীর অদেখা বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নেতৃত্বের অপ্রকাশিত গল্প

নারী কি সত্যিই ক্যারিয়ার ছেড়ে দেয়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলি? “বিশ বছর আগে যেসব তরুণীকে আমি কর্মজীবন শুরু করতে দেখেছিলাম, তাঁদের অনেকেকেই আজ নেতৃত্বের টেবিলে দেখার কথা ছিল। কিন্তু তাঁদের অনেকেই সেখানে নেই।” এই অনুপস্থিতিই আমাকে বছরের পর বছর একটি প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি হাজারো মানুষের নিয়োগ, পদোন্নতি, নেতৃত্বে উত্তরণ এবং ক্যারিয়ারের উত্থান-পতনের গল্পের সাক্ষী হয়েছি। কিন্তু যতবার নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ের দিকে তাকিয়েছি, ততবার মনে হয়েছে আমরা যেন কোথাও কিছু হারিয়ে ফেলেছি।

প্রতি বছর দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অসংখ্য মেধাবী, আত্মবিশ্বাসী এবং উচ্চাভিলাষী

তরুণী কর্মক্ষত্রেে প্রবশে করনে। তাঁরা আসনে স্বপ্ন নয়িে, নজিরে পরচিয় গড়ার আকাক্সক্ষা নয়িে এবং পরবির্তন আনার সাহস নয়িে। দশেরে শীর্ষস্থানীয় প্রতষ্ঠিানগুলোর বভিন্নি গ্র্যাজুয়টে ট্রইেনি, ম্যানজেমন্টে ট্রইেনি কংিবা ফডিচার বা ইয়ং লডিারস ডভেলেপমন্টে প্রোগ্রাম -এ তাঁরা পুরুষ সহকর্মীদরে সঙ্গে সমানতালে প্রতযিোগতিা করে নজিদেরে জায়গা করে ননে। সদেনি তাঁদরে দখেে মনে হয় এরাই ভবষি্যতরে নতো। কনি্তু দশ, পনরেো কংিবা বশি বছর পরে প্রশ্নটা ফরিে আসে তাঁরা কোথায়?

বাংলাদশেে নারীর কর্মসংস্থান- কয়কেটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বশি্বব্যাংকরে তথ্য অনুযায়ী বাংলাদশেে নারীদরে শ্রমশক্তিতি অংশগ্রহণরে হার প্রায় ৩৯ শতাংশ।
- উচ্চশকি্ষায় নারীদরে অংশগ্রহণ গত দুই দশকে উল্লখেযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পয়েছে।
- এনট্র্রি-লভিলে ও গ্র্যাজুয়টে ট্রইেনি প্রোগ্রাম -এ নারীদরে উপস্থতিি আশাব্যঞ্জক হলওে সনিয়িির লডিারশপি ও বোর্ড পর্যায়ে তাঁদরে প্রতনিধিতি্ব এখনও সীমতি।
- আন্তর্জাতকি গবষেণা অনুযায়ী নারীদরে নতেৃত্বে পৌঁছানোর অন্যতম বড় বাধা তরৈি হয় কর্মজীবনরে প্রথম ব্যবস্থাপনাগত পদে উত্তরণরে সময়, যাকে ম্যাকনে্সি “ব্রোকনে রাঙ” হসিবেে চহি্নতি করছেনে।

তাঁরা কোথায় হারয়িে যান?

আমার কর্মজীবনে অসংখ্য নারীকে দখেছে,ি যাঁরা তাঁদরে ব্যাচরে সবচয়েে সম্ভাবনাময় সদস্যদরে মধ্যে ছলিনে। তাঁরা ছলিনে মধোবী, পরশি্রমী, দায়তি্বশীল এবং প্রতশি্রুতবিদ্ধ। অনকে ক্ষত্রেইে তাঁরা তাঁদরে পুরুষ সহকর্মীদরে চয়েে বশেি প্রস্তুত ছলিনে। তবুও সময়রে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদরে অনকেকে আর নতেৃত্বরে পথে দখো যায় না। তাঁরা ব্যরথ ছলিনে না। অযোগ্যও ছলিনে না। তাঁরা চষেট্া করনেনি এমনও নয়। তবুও তাঁরা হারয়িে গছেনে। আর সবচয়েে বদেনাদায়ক বষিয় হলো আমরা এই হারয়িে যাওয়াকে প্রায়ই স্বাভাবকি ঘটনা হসিবেে মনেে নইি।

একটি পরচিতি গল্প

ফডিচার লডিারস ডভেলেপমন্টে প্রোগ্রাম -এর মন্টের হসিবেে দায়তি্ব পালন করার সুবাদে কর্মজীবনরে বভিন্নি সময়ে পাঁচ শতাধকি মধোবী তরুণ-তরুণীর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পয়েছে।ি তাঁদরে মধ্যে একজন অত্যন্ত মধোবী তরুণ নারী সহকর্মীর কথা আজও আমার মনে পড়ে। তনিি ছলিনে তাঁর ব্যাচরে অন্যতম সরো পারফর্মার। নতেৃত্বরে সম্ভাবনা ছলি অসাধারণ। দ্রুত পদোন্নতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়

সব গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। তারপর বিয়ে হলো। কিছুদিন পর মাতৃত্ব। জীবনের নতুন অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অগ্রাধিকারের তালিকাও বদলাতে শুরু করল। যে মানুষটি একসময় নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন, তিনি ধীরে ধীরে কিছু কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন।

প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় বের করা তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ল। গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ-চাপের বিভাগে কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন একটি পোস্টিং বেছে নিতে চাইলেন, যেখানে কর্মস্থল বাসার কাছাকাছি এবং পারিবারিক দায়িত্বের সঙ্গে সমন্বয় করা তুলনামূলকভাবে সহজ। নতুন দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ কমে গেল। পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় নিজেকে আগের মতো আর দেখলেন না। একসময় যে কর্মদক্ষতার মূল্যায়ন, পারফরম্যান্স রেটিং কিংবা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোচনা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে শুরু করল। উৎকর্ষ অর্জনের আকাঙ্ক্ষার জায়গায় যেন এক ধরনের সমঝোতা এসে বসলো। মূল্যায়নে অসাধারণ না হলেও চলবে, প্রত্যাশার চেয়ে একটু কম হলেও সমস্যা নেই এমন এক মানসিক অবস্থার দিকে তিনি অজান্তেই এগিয়ে গেলেন। কয়েক বছর পর তিনি এখনও প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণীটি যিনি একসময় তাঁর ব্যাচের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সদস্যদের একজন ছিলেন এবং নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতেন ধীরে ধীরে যেন আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তিনি চাকরি ছাড়েননি। কিন্তু তাঁর স্বপ্নটি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গিয়েছিল। এই গল্প আসলে একজন মানুষের নয়। বিভিন্ন নাম, ভিন্ন প্রেক্ষাপট এবং ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমি এই গল্পের অসংখ্য সংস্করণ দেখেছি।

আর প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে আমরা হয়তো একজন কর্মীকে হারাইনি, কিন্তু একজন সম্ভাব্য নেতাকে হারিয়েছি।

নেতৃত্বের টেবিলে নারীরা কোথায়?

বাংলাদেশে নারীর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন আমাদের সৎভাবে করতে হবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সংখ্যা বাড়লেও নেতৃত্বের পর্যায়ে সেই নারীরা কোথায়? কেন গ্র্যাজুয়েট ট্রেইনি প্রোগ্রাম -এ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী থাকলেও বোর্ডরুম -এ তাঁদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে যায়? কেন মিড-ক্যারিয়ার পর্যায়ে এসে অসংখ্য মেধাবী নারী তাঁদের গতি হারিয়ে ফেলেন? আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, সমস্যার শুরু বোর্ডরুম -এ নয়। সমস্যার শুরু অনেক আগে। ম্যাকিন্সি -এর "ব্রোকেন রাঙ" গবেষণা দেখায়, কর্মজীবনের প্রথম ব্যবস্থাপনাগত পদে পদোন্নতির পর্যায়েই নারীরা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে পড়েন। ফলে এন্ট্রি-লিভেলে -এ যে বৈচিত্র্য আমরা দেখি, নেতৃত্বের পর্যায়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার বড় অংশ হারিয়ে যায়।

চাকরি নিয়, স্বপ্নের ক্ষয়

আমাদরে সবচয়েে বড় ভুল ধারণাগুলোর একটি হলো আমরা মনে করি নারী কর্মক্ষত্রে থকেে হারয়িে গলেে তনিি চাকরি ছড়েে দয়িছেনে। বাস্তবে বষিয়টি অনকে সময় ভন্নি। অনকে নারী চাকরি ছাড়নে না। তাঁরা কর্মক্ষত্রেইে থাকনে। কন্তিু একসময় পদোন্নতি চাওয়া বন্ধ করে দনে। নতেৃত্বরে স্বপ্ন দখো বন্ধ করে দনে। নতুন চ্যালঞ্জে গ্রহণরে আগ্রহ হারয়িে ফলেনে। তাঁরা টকিে থাকনে, কন্তিু আর উড়তে চান না। এবং সম্ভবত এটাই সবচয়েে বড় ক্ষতি।

সমাজরে অদৃশ্য বার্তা

একজন ছলেকেে ছোটবলো থকেে বলা হয় “নজিকেে প্রতষ্ঠিতি করো।” “ক্যারয়িার গড়ো।” “বড় কছিু করো।” অন্যদকিে একজন ময়েকেে বলা হয়

“সব করতে পারো, তবে পরবিার আগে।” “সংসারই আসল।” “সন্তানরে দায়ত্বি তোমার।” “ক্যারয়িার গুরুত্বপূর্ণ, তবে তারও সীমা আছে।” এই বার্তাগুলো প্রকাশ্যে বলা হোক বা না হোক, ধীরে ধীরে সগেুলো একজন নারীর সদ্ধিান্ত গ্রহণরে অংশ হয়ে ওঠে।

আমাদরে অদৃশ্য পক্ষপাত

একজন নতুন মা-কে আমরা জজ্ঞিসে করি “তুমি কি সবকছিু সামলাতে পারবে?” কন্তিু একজন নতুন বাবাকে কি একই প্রশ্ন করা হয়? একজন নারী রাত পর্যন্ত কাজ করলে আমরা ভাবি “পরবিার কী বলবে?” অন্যদকিে একজন পুরুষ রাত পর্যন্ত কাজ করলে বলি “কী অসাধারণ কমটিমন্টে!” এই পার্থক্য কোনো নীতমিালায় লখো থাকে না। এটি থাকে আমাদরে চন্তিায়, আমাদরে প্রত্যাশায় এবং সুযোগকে দখোর দৃষ্টভিঙ্গতিে। বশেরিভাগ ক্ষত্রেইে আমরা সচতেনভাবে এটি করি না। তবুও অজান্তইে নারী ও পুরুষরে জন্য ভন্নি মানদ- তরৈি হয়ে যায়। আর ঠকি সখোন থকেইে শুরু হয় সইে অদৃশ্য বষৈম্য, যা কোনো প্রতবিদেন বা নীতমিালায় ধরা পড়ে না, কন্তিু একজন মানুষরে ক্যারয়িাররে গতপিথ বদলে দতিে পারে। পরবির্তনরে অংশীদার কারা? নারীর কর্মজীবনরে অগ্রযাত্রা শুধু নারীদরে একার লড়াই নয়। এই পরবির্তনরে সঙ্গে জড়তি আছনে পুরুষ সহকর্মী, ব্যবস্থাপক, স্বামী, পতিা, ভাই এবং নীতনির্ধিারকরোও। কারণ বচৈত্রি্যময় নতেৃত্ব কোনো নারী ইস্যু নয়। এটি একটি নতেৃত্বগত ও ব্যবসায়কি ইস্যু।

আমরা আসলে কী হারাই

যখন একজন মধোবী নারী কর্মক্ষত্রে থকেে সরে যান বা নজিরে সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে ফলেনে, তখন ক্ষতটিা শুধু তাঁর ব্যক্তগিত নয়। একটি প্রতষ্ঠিান তার ভবষি্যৎ নতেৃত্বরে সম্ভাবনাময় অংশ হারায়। একটি দল হারায় ভন্নি দৃষ্টভিঙ্গি। একটি শলি্পখাত হারায় দক্ষ পশোজীবী। একটি দশে হারায় তার সম্ভাবনার একটি অংশ। ম্যাকনে্সি গ্লোবাল ইন্সটটিউিট -এর গবষেণা দখোয়, নারীদরে অর্থনতৈকি অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বশৈ্বকি অর্থনীতিতে ট্রলিয়িন ডলার সমপরমিাণ অতরিক্তি অর্থনতৈকি মূল্য

সংযোজন করতে পারে। অর্থাৎ এটি শুধু সমতার প্রশ্ন নয়। এটি প্রবৃদ্ধির প্রশ্ন। এটি প্রতিযোগিতার প্রশ্ন। এটি ভবিষ্যৎ অর্থনীতির প্রশ্ন।

আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা

বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কিন্তু প্রকৃত সাফল্য তখনই আসবে, যখন আমরা শুধু নারীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করব না; বরং এমন পরিবেশ গড়ে তুলব, যেখানে তাঁরা টিকে থাকতে, বিকশিত হতে এবং নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবেন। কারণ একজন নারীকে নিয়োগ দেওয়া সহজ। কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে সহায়তা করা অনেক বেশি কঠিন। আর সেখানেই আমাদের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কারণ প্রশ্নটি আর শুধু নারীদের নিয়ে নয়। প্রশ্নটি বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া সম্ভাবনাকে নিয়ে। আমরা কি সত্যিই নারীদের হারাচ্ছি? নাকি নিজেদের ভবিষ্যৎকেই ছোট করে ফেলছি? পরবর্তী পর্ব এ কর্মজীবনে নারীদের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবো যে বাধাগুলো আমরা দেখি, এবং যে বাধাগুলো আমরা দেখেও দেখতে চাই না। নারী কর্মক্ষেত্রে: তাঁরা কি সত্যিই হেরে যায়, নাকি আমরা তাঁদের হারিয়ে ফেলি? স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা লক্ষ নারীর অদেখা বাস্তবতা, সংগ্রাম, সম্ভাবনা, সাফল্য এবং মাঝপথে হারিয়ে যাওয়া নেতৃত্বের অপ্রকাশিত গল্প।

(চলবে)

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।